৩২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 JUL 1997
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় সংকট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল কার্যক্রম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ পাঠ্য পুস্তক বাঁধাই সংক্রান্ত একটি টেণ্ডার আহ্বানের ঘটনা। ফলে আগামী শিক্ষা বৎসরের শুরুতে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যবই হাতে পাইবে কিনা সে ব্যাপারে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক স্তরের সকল বই বাঁধাইয়ের দায়িত্ব প্রেস মালিক সমিতিকে প্রদানের উদ্যোগ নেওয়াতেই বর্তমান জটিলতার সূত্রপাত। ইতিপূর্বে প্রাথমিক স্তরের বইসমূহের ৩০ শতাংশের বাঁধাইয়ের কাজ করিত প্রেস মালিক সমিতি। বাকি ৭০ শতাংশ করিত পুস্তক বাঁধাই সমিতির সদস্যরা। বোর্ড-এর বক্তব্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বাঁধাইয়ের মূল দায়িত্ব ছাপাখানা বা প্রেস মালিকদের হাতে দিলে কর্তৃপক্ষের অন্তত ২০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হইবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রেস মালিকরা পাঠ্যপুস্তক বাঁধাইয়ের দায়িত্ব পাইলে তাহাদের বাঁধাই সমিতির সদস্যদের দ্বারাই সে কাজ করাইতে হইবে। প্রাথমিক স্তরের ৫টি শ্রেণীর ৩৩টি বইয়ের মোট সাড়ে ৪ কোটি কপি এ বৎসর বাঁধাই হইবে। পেশাদার বাঁধাইকারদের পাশে সরাইয়া রাখিয়া এত বিপুল সংখ্যক বই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধাই করানো সম্ভব নয় তাহা সহজবোধ্য। অর্থাৎ মোটা দাগে বাঁধাই শ্রমিকদের কর্মহীন হইবার আশংকা নাই। এতদসত্ত্বেও তাহারা বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে নামিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের গেটে তাহারা তালা ঝুলাইয়া দিয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

এইরূপ আন্দোলন কতটুকু সমর্থনযোগ্য সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় এখন চলিতেছে 'মুদ্রণ মওসুম'। এই সময়ে আন্দোলনের নামে বোর্ডের কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টির ফলে শুধু প্রাথমিক স্তর নয়, এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই বিলম্বিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিলম্বে বই প্রকাশিত হইলে বোর্ড, প্রেস মালিক, বাঁধাইকার বা পরিবেশক নামীয় প্রকাশক সমিতির সদস্যদের কাহারও কোন আর্থিক ক্ষতি হইবে না। কিন্তু শিক্ষাবর্ষ শুরু হইয়া যাইবার পর পাঠ্যপুস্তক পাইতে পাইতে যদি দুই বা এক মাস পার হইয়া যায় তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার এবং সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে ক্ষতি হইয়া যাইবে তাহা অপূরণীয়। তাই অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে সৃষ্ট অচলাবস্থার নিরসন করিয়া পাঠ্যপুস্তক যাহাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে এবং বাজারে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একটি সূত্রের মতে, বর্তমান অচলাবস্থা সৃষ্টির পিছনে বোর্ড কর্তৃপক্ষেরও কিছু ভূমিকা রহিয়াছে। যে টেণ্ডার আহ্বান লইয়া ঘটনা এতদূর গড়াইয়াছে উহার তারিখ কেন বর্ধিত করা হইয়াছিল ইত্যাকার বহু প্রশ্নেরই উত্তর জানা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান হইতে শুরু করিয়া প্রকাশনা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বোর্ডের কার্যক্রম লইয়া প্রায়শঃ নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইতে দেখা যায়। বোর্ডের বই বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশক সমিতির কোন কোন সদস্যের তৎপরতা সম্পর্কেও অতীতে বহু অভিযোগ শোনা গিয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসরই বোর্ডের সকল না হইলেও কোন কোন বই বাজারে আসিতে বিলম্ব হওয়া এবং বোর্ড প্রকাশিত বইয়ের মান সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিভিন্ন সুধীজনের বিরূপ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, উক্ত অভিযোগসমূহ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এইরূপ অভিযোগ যাহাতে ভবিষ্যতে আর উঠিতে না পারে এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন প্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সম্মুখীন না হইয়া নিয়মমত পাঠ্যপুস্তক পাইতে পারে তাহা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া—প্রয়োজনে তদন্ত করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে নূতন যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে অবশ্যই ব্যক্তি উদ্যোগের প্রাধান্যের প্রতিশ্রুতি থাকিতে হইবে এবং সমিতি নামক 'কার্টেল'-এর অবসানের মাধ্যমে প্রায় একচেটিয়া কারবারের বিলুপ্তি ঘটাইতে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মোচন করিতে হইবে।